যারা ভালোবাসে, বা ভয় পায় তাদের জন্য

‘বিজ্ঞান’ কি?

‘বিজ্ঞান’ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক অন্যতম মাধ্যম। ২০১৪ সাল থেকে ‘বিজ্ঞান’-এর ওয়েবসাইটটি (bigyan.org.in) গড়ে উঠছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানপ্রবন্ধের একটা লাইব্রেরী হিসাবে। এখানে রয়েছে সাম্প্রতিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে পপুলার সায়েন্স বা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লেখা, আছে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেওয়া চিরনতুন কিছু বিজ্ঞান প্রবন্ধের ডিজিটাল সংগ্রহ, আবার আছে একটু ভারিক্কি ধরণের লেখা। অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান-এর মতো প্রথাগত বিষয়ের সাথে রয়েছে মেশিন লার্নিং ও মানসিক স্বাস্থ্য-র মতো আধুনিক বিষয়ে আলোচনা। অধিকাংশ লেখকই বিজ্ঞান গবেষক, এবং প্রতিটা লেখা গবেষণাজগতে প্রচলিত পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি মেনে মূল্যায়িত। অনলাইন মাধ্যম ছাড়াও ২০১৮ সাল থেকে কন্টাই সায়েন্স অ্যাকাডেমীর সাথে যৌথ উদ্যোগে ‘বিজ্ঞান’ নামে এক মুদ্রিত পত্রিকা সুলভে ছাত্রছাত্রী ও বিজ্ঞানপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

‘বিজ্ঞান’ কাদের জন্য?

সব বয়েসের শিক্ষার্থী, মাষ্টারমশাই, অভিভাবক, বিজ্ঞানপ্রেমী, বিজ্ঞানের সাথে সব সম্পর্ক ইস্কুলের পর চুকে গেছে কিন্ত দুনিয়ার খবর রাখতে চাওয়া পাড়ার কাকু, সবার জন্য। আমরা বলি, বিজ্ঞান যারা ভালোবাসে, বা ভয় পায় তাদের জন্য। দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বা অনেকসময় তার থেকে কম জানলেই চলবে। বেশিরভাগ লেখাতেই একদম গোড়া থেকে শুরু করে গবেষণার জগত পর্যন্ত পাড়ি দেওয়া হয়। সেই সাথে ‘বিজ্ঞান’-এ এমন লেখাও প্রকাশ হয় যা ক্লাসরুমের পাঠক্রমের উপর ভিত্তি করে তৈরি। তবে, আমরা কোন বিশেষ পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে লেখা তৈরি করি না।

‘বিজ্ঞান’ পড়বো কেন?

জীবনে বিজ্ঞানকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আমরা একদম কিছু না জেনেও বিজ্ঞান-এর আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু যে হারে বিজ্ঞান এগোচ্ছে, তার সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি না হলে একদিন হয়তো আর থৈ পাব না। আজকের বিজ্ঞান যখন কালকের প্রযুক্তি হয়ে আসবে, আকাশ থেকে পড়ব। তার থেকে বিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়ার পথটার একটা ম্যাপ বগলদাবা করে চলা অনেক বেশি কাজের। ধরা যাক, এই যে আমরা মুড়িমুড়কির মতো অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি, দেখছি চটজলদি দারুণ কাজে লাগছে, কিন্তু তাতে যে এক ভয়ংকর সমস্যা তৈরি হচ্ছে, জানি কি? আবার, গরীবের দেশে কত মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, অথচ বিজ্ঞানের গবেষণার পেছনে প্রচুর পয়সা ঢালা হচ্ছে, সেটার যক্তি আছে কিনা তা কি ভালো করে বুঝি আমরা সকলে? বা, জলবায়ুর পরিবর্তনের এই সময়ে আমার আশেপাশের পরিবেশ যে গোল্লায় যাচ্ছে, সেই ব্যাপারটা আটকানোতে আমরা কি ভূমিকা নিতে পারি, সেটা জানতে ইচ্ছে করে না কি? এক কথায়, আজকের জগতে চলতে গেলে অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সিদ্ধান্তগুলো যত জেনেশুনে নেওয়া যায়, তত ভালো। ইন্টারনেট-ফোর-জির যুগে আজ চোখ-কান বন্ধ রাখার আর উপায় নেই। হঠাৎ করে হোয়াটসঅ্যাপে ফরওয়ার্ড এলো, মোবাইল টাওয়ারের জন্য পশু-প্রাণী মারা পড়ছে - এখন এটাকে ভূয়ো বলে উড়িয়ে দেব, না ভয়ে জুবুথুবু হয়ে যাব, সেটা নির্ভর করে ফোর-জি টাওয়ারের বিকিরণ সম্বন্ধে অন্তত একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা আমাদের তৈরি হয়েছে কিনা তার উপর! ‘বিজ্ঞান’-এর লেখাগুলো সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের পথচলার একটা ধারণা তৈরি করবে।

‘বিজ্ঞান’-এর লেখক কারা?

বিজ্ঞানের বেশিরভাগ লেখা সরাসরি গবেষকরা লেখেন, তাদের গবেষণার বিষয়ে। গবেষণার জগৎ নিয়ে এর থেকে বেশি পরিচিতি আর কারই বা থাকতে পারে? গবেষকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন বিশ্বের নানা জায়গায়। অনেকসময় তারা বাঙালীও নন, তাদের লেখা অনুবাদ করা হয়। ‘বিজ্ঞান’-এ লিখেছেন দেশ-বিদেশের সেরা কিছু প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা। যে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নাম হল - হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়,

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, অক্সফোর্ড, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট, ISI কলকাতা, IISER, TIFR, IACS ইত্যাদি।
তবে লেখা শুধু গবেষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনো বিজ্ঞানপ্রেমীই লিখতে পারেন। লেখার কিছু নিয়ম আছে, সেগুলো একটু খেয়াল রাখতে হয়। আর তারপর গবেষণার জগতের মডেল অনুসরণ করে সব লেখারই একটা পিয়ার রিভিউ করা হয়। দেখা হয়, লেখাটাতে সূত্রের উল্লেখ আছে কিনা, তথ্যগুলো সঠিক কিনা, লেখাটা সুপাঠ্য আর বোধগম্য কিনা, ইত্যাদি। এই মূল্যায়নে পাশ করলে তবেই সেই লেখা ছাপা হয়। প্রতিটা লেখাকে বিশেষজ্ঞ দিয়ে যাচাই করানোর এই রীতিই 'বিজ্ঞান'-কে অন্য পপুলার সায়েন্সের প্রকাশনা বা প্রচলিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় লেখা থেকে আলাদা করে। লেখা জমা দেওয়ার সম্পূর্ণ নিয়মাবলী এখানে আছে: https://bigyan.org.in/aboutus/tosubmitarticles/ ।

'বিজ্ঞান'-এর সাথে কিভাবে যুক্ত হওয়া যায়?

অনেকভাবেই 'বিজ্ঞান'-এর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। যেমন,
[১] বিজ্ঞানপ্রেমীরা, বিশেষত আপনারা যারা গবেষণার সাথে যুক্ত, তারা বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখা জমা দিতে পারেন।
[২] আপনি যদি কোনো স্কুলের সাথে যুক্ত থাকেন, ছাত্রদের কাছে সরাসরি আমাদের লেখা পৌঁছে দিতে পারেন: নোটিশবোর্ড-এ বা রীডিংবোর্ড তৈরি করে সেখানে নতুন লেখা দিয়ে, কিংবা ছাত্রদের আমাদের ওয়েবসাইট-এর নিউজলেটার-এ বা ফেসবুক গ্রুপ-এ সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহিত করে। গত কয়েকবছরে বেশ কিছু স্কুল তাদের রীডিংবোর্ডে 'বিজ্ঞান'-এর লেখাকে স্থান করে দিয়ে আমাদের অণুপ্রাণিত করেছে।
[৩] অভিভাবকেরা সন্তানদের 'বিজ্ঞান'-এর লেখার হদিশ দিতে পারেন। অণুপ্রেরণার জন্য জগার বাবার গল্প শুনতে পারেন ইউটিউবে 'বিজ্ঞানবাজি'-র ভিডিওতে (https://bit.ly/35XCtql)!!
[৪] 'বিজ্ঞান' সম্পাদকীয় দলে যোগ দিতে পারো/পারেন। লেখা রিভিউ থেকে, ছবি আঁকা, ইন্টারভিউ থেকে লেখা তৈরি করা ইত্যাদি নানা কাজে যোগ দেওয়া যায়। আমাদের ইমেইলে (bigyan.org.in@gmail.com) যোগাযোগ কর/করুন।
[৫] 'বিজ্ঞান'-এর পাঠকের দরবার-এ প্রশ্ন পাঠাতে পারেন/পারো। আমরা কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে সেই প্রশ্ন উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।
[৬] 'বিজ্ঞান'-এর উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য করতে পারো/পারেন। 'বিজ্ঞান'-এর ওয়েবসাইটে ডোনেশানের লিঙ্ক আছে। 'বিজ্ঞান' সম্পূর্ণভাবে অব্যবসায়িক (নন-প্রফিট) উদ্যোগ।

'বিজ্ঞান' স্কুলের পাঠক্রমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নিতে পারে কি?

'বিজ্ঞান' পপুলার সায়েন্সের অনলাইন পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও ধীরে ধীরে বিশ্বের নানা গবেষণাগারে ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞানীদের সাথে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকার এক যোগসূত্র হিসাবে গড়ে উঠছে। সম্প্রতি 'কন্টাই সায়েন্স অ্যাকাডেমী'-র সাথে একটা যৌথ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যেখানে পাঠক্রমিক শিক্ষার (সপ্তম শ্রেণী থেকে) সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন, বিশ্ববিখ্যাত কার্টুনিস্ট ল্যারি গণিক ও 'বিজ্ঞান'-এর সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অধ্যাপক কৌশিক দাস আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউনডেশানের এক প্রকল্পের অংশ হিসাবে পদার্থবিজ্ঞানের কিছু প্রশ্ন কার্টুনের মাধ্যমে তৈরি করছেন। এইধরণের কিছু প্রশ্ন বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছে ও পশ্চিমবাংলার কিছু স্কুলে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সাথে কিছু আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির (যেমন অ্যাক্টিভ ক্লাসরুম) প্রয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে কিছু স্কুলে। 'বিজ্ঞান' ওয়েবসাইটে এই সব পরিকল্পনার বিবরণ প্রকাশিত হবে।

'বিজ্ঞান'-এর ইমেইল ঠিকানা – bigyan.org.in@gmail.com
'বিজ্ঞান'-এর ওয়েবসাইট – bigyan.org.in
'বিজ্ঞান'-এর ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

Read about 'Bigyan' in English on *IndiaBioscience* by scanning the QR code above

(Updated: 22 Oct 2019)